ভূমিকম্প কবলিত নেপাল - ২০১৫ - ক্লাস ১০
(সিডি১৮২এনডি৮)

বিজ্ঞান সভ্যতাকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে কিন্তু মানুষ এখনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে বশ করতে পারেনি। এখানেই বিশ্বপিতার অদৃশ্য শক্তির মাহাত্ম্য লুকিয়ে আছে। এখানে মানুষ অসহায় , নিরুপায়। বিজ্ঞানও বিশ্বপিতার রুদ্ররূপের কাছে হার মানে। নানাভাবে নানারূপে প্রাকৃতিক বিপর্যয় আত্মপ্রকাশ করে। ভূমিকম্প, খরা, বন্যা, মহামারি, আয়লা, সুনামি কত রূপ, কত নাম। বিপর্যয়ের স্বরূপ দেখে তাদের নামকরণও হয়েছে। তবে যে নামেই তাকে ডাকা হোক না কেন, তার আসল নাম 'ধ্বংস'।

এই রকমই এক বিপর্যয় এসে পড়ে ২০১৫ সালে ২৫শে এপ্রিল নেপালের ওপর। Nepal earthquake ছাড়াও এটা Gorkha earthquake নামেও পরিচিত। নেপালী সময় অনুযায়ী ১১টা ৫৬ মিনিটে ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে গোটা দেশ। নিমেষে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে বাড়ি-ঘর। রিকটার স্কেলে এর মাপ ছিল ৭.৯। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল গোর্খা জেলার বারপাক গ্রামে। মাটির ১৫ কিলোমিটার নিচে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল। নেপালে ১৯৩৪ সালে যে ভূমিকম্প হয় তার থেকেও ভয়ংকর ছিল ২০১৫ সালের ২৫ এপ্রিলের ভূমিকম্প। এর ফলে ভারত, চীন, বাংলাদেশও কেঁপে ওঠে। ভারতে বেশি ক্ষতি হয় বিহার অঞ্চলে।

এই ভূকম্পণের জেরে প্রায় আট হাজারেরও বেশি লোক প্রাণ হারায় এবং উনিশ হাজার মানুষ আহত হয়। একবার তীব্র কম্পণের পরও বারবার কেঁপে উঠেছে নেপাল ও আশপাশের দেশগুলো। স্বজন হারানোর আর্তরব আকাশ বাতাসকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে।

এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে এভারেস্ট পর্বতের বরফ ধ্বসে পড়ে। পাহাড়ের প্রায় আড়াই কিলোমিটার জায়গা জুড়ে বরফ ধ্বসে পড়ায় সেই অঞ্চলের গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৯ জন মানুষ প্রাণ হারায়। নেপালের ল্যাং ট্যাং উপত্যকায় প্রায় আড়াইশো লোক নিখোঁজ হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ দ্বারা স্বীকৃত শতাব্দী-প্রাচীন বাড়িগুলোও রেহাই পায়নি। কাঠমণ্ডু দরবার স্কোয়ার, পাটন দরবার স্কোয়ার, ভক্তপুর দরবার স্কোয়ার, ছাংগু-নারায়ণ মন্দির এবং স্বয়ম্ভূ নাথ স্তূপ সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ধারাহারা মিনারও ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে। ভূকম্পণের পর কয়েক ঘন্টা বিমান চলাচল বন্ধ থাকে কিন্তু পরে আবার চলু হয় মানুষের সাহায্যার্থে। চারিদিকে মানুষের আর্তনাদ ও হাহাকার শোনা গেছে। গৃহহীন, সহায় সম্বলহীন, স্বজন হারা মানুষ বুক চাপড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। কেউ বা মূক বধির হয়ে স্থির দৃষ্টিতে ধ্বংস স্তূপের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

২৫ তারিখের ভূমিকম্পের পরেও বারবার ভূকম্পণ হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন টেকটোনিক প্লেট শিফট-এর ফলে এই বিপর্যয়। এরপর আবার ১২ই মে ২০১৫ দ্বিতীয় বড় কম্পণ হয়। রিকটার স্কেলে এর মাপ ছিল ৭.৩, আর উৎসস্থল ছিল চীন সীমান্তের কাছে কাঠমণ্ডু ও এভারেস্ট পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় দুশো মানুষ মৃত এবং আড়াই হাজার আহত ঘোষিত হয়। ভূমিকম্প মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে নাড়িয়ে দেয়। বিধ্বংসী ভূকম্পে মুহূর্তের মধ্যে তাসের ঘরের মত ধ্বংস করে দেয় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন-সৌধ।

এই বিপর্যয়ের খবর পাওয়া মাত্রই বহু মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েছে আর্তদের সাহায্য করতে। বিভিন্ন দেশও সাহচর্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। সবাই চায় নেপালবাসিরা যেন শীঘ্র সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। একে তো স্বজন হারানোর দুঃখ, তায় মাথার ওপর নেই ছাদ। এই কঠিন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে মানুষের একটু সময় তো লাগবেই। এই মর্মান্তিক ঘটনার কথা জীবিত থাকাকালীন ভুলে থাকা খুব কঠিন। আমরা টেলিভিশনে পরিস্থিতি দেখে আতঙ্কিত হয়েছি আর যারা ওই অবস্থার মধ্যে আছে তাদের কি হচ্ছে ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।

মানুষ কিন্তু প্রকৃতির কাছে বারবার পরাজিত হয়েও দমে যায়নি। ধ্বংসের পর আবার নতুন করে সে সবকিছু শুরু করে। তার ধৈর্য, বুদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত বিদ্যাকে অবলম্বন করে প্রাকৃতিক অভিশাপের মোকাবিলায় সে প্রস্তুত হয়। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে জনগণকে রক্ষা করতে চাই পুনর্বাসন প্রকল্প।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, রাত নামে। কিন্তু সকাল বেশি দূর নয়। হিমালয়ের গর্ব নেপাল আবার আলোকিত হবে। উঠে দাঁড়াবে। ঘুরে দাঁড়াবে। সমস্ত পীড়িত মানুষের পাশে আমিও মনে মনে দাঁড়িয়ে আছি ...

© arked infotech 2015